চিরকুট ২১

প্রথমেই কিছু প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেই। প্রথমটা হচ্ছে সদালাপ আপডেট নিয়ে। জীবন ও জীবিকার কারনে ব্যস্ততা আর সে জন্যে সপ্তাহের একদিনের বেশী সদালাপকে সময় দেওয়া সম্ভব হয়না। সে হয়তো অনেক লেখক এ পাঠক বিরক্ত । আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন। কথা দিচ্ছি সপ্তাহের একদিন অবশ্যই সদালাপের জন্যে বরাদ্দ থাকবে। দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে ফন্ট ব্যবহার নিয়ে। যারা Word format এ ফাইল পাঠাবেন তারা দয়া করে সুতন্নী এমজে ফন্ট ব্যবহার করবেন না। কারন এটা বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারনে ব্যবহার উপযোগী নয় । সুতন্নী MJ এর কাছাকাছি ফন্ট হচ্ছে Rinky MJ এবং সেটা ব্যবহার করতে পারেন। আর যারা PDF ফরমাটে ফাইল পাঠাবেন তারা দয়া করে ফট চেক করে দেবেন। যদি Actual Font কলামে নীচে Embedded Subset কথাটা লেখা থাকে সেটা হবে সঠিক নয়তো ফন্ট পরিবর্তন করে পুনরায় দেখা ভাল। সবশেষে একটা বিষয় – কিছু লেখা বিশেষ করে কবিতা পোষ্টিং এর ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম হয়তো পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন। সেটা অচিরেই ঠিক করা হবে।

আজ সকালে টিভি দেখার পর মনে হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখী মানুষদের সাথে একটা নতুন নাম যুক্ত হলো – সেটা হচ্ছে পল ব্রেমার। ইরাকে নিয়োজিত আমেরিকান বড় লাট। ভদ্রলোক তর সইতে না পেরে নির্ধারিত সময়ের আগে ফাইল পত্র তাদের অনুগত প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিয়ে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে ইরাক ত্যাগ করেছেন। নিশ্চয় তার পরিবার বর্গ আনন্দিত । কিন্ত আর বাকীদের কি হবে। আমেরিকান সৈন্য আর ইরাকীদের? এ পর্যন্ত ৮৬৪ জন আমেরিকান সৈন্য আর ২০,০০০ ইরাকী মারা গেল যাদের জন্যে তাদের কি হবে? ইরাকের ভবিষ্যৎ কি? আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ঠিকই বলেছেন, ইতিহাস বিচার করবে। আর মুক্তমনাদের যারা সারাদিন আমেরিকা হেইও হেইও করেন – তাদের কথা শুনার আশায় বসে থাকলাম।

কয়েকদিন যাবৎ পত্রিকায় ওআইসি মহাসচিবের নির্বাচন আর তার পরবর্তী বিষয়াবলী নিয়ে বেশ আলোচনা হলো। মহাসচিব নির্বাচনে বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছে। কথাটা কেমন শুনা যাচ্ছে যেন, বরঞ্চ বলি বাংলাদেশের প্রার্থী পরাজিত হয়েছে। এতে কিছুটা স্বস্তি পাওয়অ যাচ্ছে। এ নির্বাচনে কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো ঃ

- বাংলাদেশই প্রথম দেশ যারা প্রার্থী দিয়েছে আর তার জনগন এর বিরোধীতাও করেছে সমানভাবে।
- বাংলাদেশ সরকার দেশের বিতর্কিত একজন ব্যক্তিকে প্রার্থী করে জনমত উপেক্ষা করেছে।
- বাংলাদেশই প্রথম বিচারাধীন আসামীকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছে।
- বাংলাদেশ তার নিজের প্রার্থী পিছনে জনমত এক করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী জীবন যাপন আর কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভাল। কারন এটা তার জন্যে প্রচার হবে। তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায় বর্তমান সরকার ১৩ কোটি মানুষ থেকে এমন একজন মানুষকে বেছে নিতে পারলো না যার পিছনে সমস্ত দেশ দাড়াতে পারতো। এটা কি একটা বিভক্ত জাতির নিদর্শন। নাকি এটা একটা দেউলিয়া রাজনীতির চিত্র? যা্ হোক না কেন এর জবাব – মোট কথা বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছে। যারা পরাজয়ের জন্যে দায়ী তাদের জন্যে এটা একটা শিক্ষা হোক। আর যারা হাত তালি দিয়ে নাচছে তাদের মনে রাখা দরকার – পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ – সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নয় । সাকার হারানোর কিছু নেই – কারন তার পরাজয় হয়েছে ১৯৭১ এ –এখন যা পেয়েছে সেটাই তার বিজয় – একটা আর্ন্তজাতিক আসরে তার নাম নিয়ে যাওয়া – যা ৭১ এ পরাজিত শক্তির জন্যে একটা বিরাট পাওনা।

তবে ওআই নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর সাকার বক্তব্য নিয়ে বেশ শোরগোল হচ্ছে। কেহ বলছে নোংরা – কেহ বা বলছে অকুটনৈতিক। এটা কি নতুন? সাকা প্রায়ই এ ধরনের কথা বলে নিজেকে দ্রষ্টব্য করে। তবে পাঠক সাকা যেমন তার বক্তব্যকে অশ্লীল মনে করে না তেমনি আরেকজন মুক্তমনা সাঈদ কামরান মির্যা (ডঃ খোরশেদ আলম চৌধুরী)ও তার বক্তব্যকে অশ্লীল মনে করেন না। শুধু কি তাই। এ দুজনের মধ্যে কি চমৎকার মিল, দেখে অবাক হবার মতো অবস্থা। আসুন এর কিছু নমুনা দেখা যাক ঃ

১) ইসলাম ধর্মের ব্যবহার ঃ কামরান মির্যা ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করে মুক্তমনা হবার জন্যে – কোন বাছবিচার ছাড়াই মুসলমান আর ইসলামের বিষয়ে অবতারনা করেন নিজেকে মুক্তমনা বানানোর জন্যে তেমনি সাকাচৌ ক্ষমতা আর সম্পদ রক্ষার জন্যে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করেন সবসময় যদিও তার ব্যক্তিগত জীবন মুসলমানদের থেকে আলাদা।

২) একদর্শীতা ঃ কামরান মির্যা যেমন সব মুসলমানদের মধ্যে ইহুদী বিরোধীতা খুঁজে পান তেমনি সাকা চৌধুরী সবকিছুতে ইহুদী গন্ধ খুঁজে পান।

৩) এ বৃত্তে অবস্থানঃ সাকাচৌ (সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী) যেমন অনর্গল ভারত বিরোধী কথা বলেন – সাকামি (সাঈদ কামরান মির্যা) তেমনি সব সময় সৌদী আরব বিরোধী কথা বলেন।

৪) যুক্তিহীনতাঃ সাকাচৌ যেমন ওআইসিতে ইহুদী খুঁজতে গিয়ে কোন যুক্তির ধার ধারেননি তেমনি সাকামি সাকাচৌ এর বক্তব্যকে মুসলমানদের বক্তব্য হিসাবে চালাতে গিয়ে কোন যুক্তির কাছ দিয়ে যান নি – যদিও সাকাচৌ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে প্রমান করেছেন তিনি মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার কোন যোগ্যতা রাখেন না।

৫) থিং ট্যাঙ্কঃ এক সাকা বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর থিং ট্যাঙ হিসাবে আর একজন মুক্তমনাদের থিং ট্যাং।

৬) এ দু'জন সাকাই মানুষের গোপনাঙ্গা নিয়ে রসাত্মক গল্প করতে ভালবাসেন। *(ঠেলার নাম বাবাজী ৩, সাঈদ কামরান মির্যা , ভিন্নমত)*

আশা করি পাঠকরা আমার সাথে একমত হবেন এ সমস্ত যুক্তিহীন সাকারাই মানব প্রগতির বাধা আর মানবতার জন্যে কলঙ্ক। যেমন বর্তমান সরকার এ সাকাকে মাথায় তুলে রেখেছে শুধুমাত্র বিরোধী দলের বিরোদ্ধে অশ্লীল ও তীঘ্ন বাকযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার আশে তেমনি মুক্তমনারা আরেক সাকাকে মাথায় তুলে রেখেছে মুসলমান আর ইসলামের বিরুদ্ধে যুক্তিহীন বাকযুদ্ধের সন্মুখ সৈনিক হিসাবে। আর আমাদের এ পৃথিবীটা এখন এ সমস্ত সাকাদের বুদ্ধিজীবি হিসাবে মেনে নিয়েছে। বুশ ডকট্রিনের সময়ে এর থেকে বেশী কি আশা করবো।

ক্যানাডার নির্বাচন হয়ে গেল আজ। ফলাফল নিচে দেখুন। ক্যানাডার মানুষ লিবারেলের শত বদনামের পরও তাদের আবার ক্ষমতায় পাঠালো।

Overall Election Results

Party	Elected	Leading	Total	Vote Share
LIBERAL	132	5	137	36.82%
CON	89	6	95	29.54%
BQ	54	0	54	12.75%
NDP	18	3	21	15.37%
NA	1	0	1	.11%
OTH	0	0	0	5.41%
Last Update: June 29, 12:33:05 AM EDT				308 seats

নির্বাচনের ফলাফল থেকে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়, যেমনঃ

- নির্বাচনের ক্ষমতাসীন লিবারেল যদিও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত তার পরও তাদের কিছু এজেন্ডা যেমন ইরাক যুদ্ধে ক্যানাডার অবস্থান, হেলথ কেয়ার মানুষকে আবারো তাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।
- লিবারেলকে এবার ক্ষমতায় থাকতে হলে বামপন্থী এনডিপির সহায়তা নিতে হবে। লক্ষ্যনীয় যে ইরাক যুদ্ধ ,আমেরিকান মিশাইল ক্ষেপনাস্ত্র বিরোধী অবস্থান এবং কিয়োটো চুক্তি বাস্তবায়ন ছিল এদের মুল এজেন্ডা।

এরা এবার ১০% বেশী ভোট পেয়ে তাদের আসন সংখ্যা দ্বিগুন করেছে যা ক্যানাডার রাজনীতিকে আমেরিকান প্রভাব মুক্ত রাখতে বিশেষ সহায়তা ভুমিকা রাখবে।

- কনসারভেটিবরা যদিও বিভিন্ন জরিপে প্রবলভাবে এগিয়ে ছিল কিন্তু প্রকৃত ভোটে তাদের প্রাপ্তি কম। এরা বুশ প্রশাসনের সকল নীতির সমর্থক, যেমন এরা গান রেজিষ্টারীর মানে না, কিয়োটো চুক্তি বিরোধী, ইরাক যুদ্ধের সমর্থন। সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল এরা সামরিক ব্যয় বিপুল ভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমের বিশ্বব্যাপী আমেরিকার ভুমিকাকে সমর্থন করার অঙ্গীকার করেছিল। ভোটারার তাদের ইসুকে গ্রহন করেনি।
- কুইবেকের দল যদিও ভাল করেছে তারপরও তাদের ভোটকে লিবারেল বিরোধী প্রতিবাদ ভোট হিসাবে ধরা হচ্ছে। একটা বিষয় উল্লেখ করার মতো, আর্ন্তজাতিক ইসুতে পার্টি কুইবেকের অবস্থান লিবারেলের মতোই কোন কোন ক্ষেত্রে এনডিপির কাছিকাছি।

মোট কথা, এবার ক্যানাডার নির্বাচনে বামপন্থীদের বিপুল ভাবে বিজয় হয়েছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে ইরাকের বর্তমান অবস্থা আর ক্যানাডার হেলথ সিস্টেমসহ বিভিন্ন সোসাল ওয়েল ফোয়ার প্রোগ্রামের প্রতি বামপন্থীদের বিপূল অঙ্গীকার ফলে। G8 দেশের একটিতে সোসালিস্টদের অগ্রগতি কি কোন ঈঙ্গীত বহন করে কি না রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাই এ বিষয় ভাল বলতে পারবেন।

-

মাইকেল মুরের ফারেনহাইট ৯/১১ দেখলাম। দেখলাম আর অবাক হলাম - কত কম জানি আমরা সাধারন মানুষরা। আমেরিকান কর্পোরেট পাওয়ার কিভাবে আমেরিকা আর পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারন করে সেটা দেখিয়েছেন মাইকেল মুর। বুশ চক্র কিভাবে আমেরিকান গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পদদলিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে, কিভাবে ইরাকের উপর এ ধংশ লীলা নেমে আসে। এমনকি আফগান যুদ্ধের পিছনে আসল কারনটা কি সেটাও দেখিয়েছেন মাইকেল মুর। সবচেয়ে হ্রদয়স্পর্শী বিষয়টা ছিল কিভাবে আমেরিকান দারিদ্র পীড়িত পরিবারের সন্তানদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করা হয়। সবচেয়ে ভাল লেগেছে প্রেসিডেন্ট বুশের প্রকৃত চেহারাটা দর্শকদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। আশা করি সদালাপ এ যাবৎ বঙ্গীয় বাচ্চা বুশদের চেহারাও পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

ডঃ জাফরের সমস্যাটা কি? একজন লেখকের জেন্ডার নিয়ে এ অস্থিরতা কেন? *(এ ডি ডি ভাবমুলক সমর ও জনাব হাসেম, আ. হা. জাফরউল্লাহ, ভিন্নমত)* দীর্ঘদিন যাবৎ আপনি প্রমান করার চেষ্টা করছেন সেতারা হাসেম মহিলা না, পুরুষ? যদি লেখক পুরুষ বা মহিলা হয় তাতে কি তার লেখার অর্থের বা বক্তব্যের হেরফের হবে? আর আধুনিক একটা সমাজে বাস করে লৈঙ্গিক দৃষ্টি ভঙ্গী সত্যি মানায় না। একবার বলছেন আপনি মুক্তমনা আবার কথা বলছেন লিঙ্গ বিভাজনের পক্ষে, এটা কেন? এ বিষয়টা যে আধুনিক মানুষ হিসাবে আপনার চেহারাটাকে ম্লান করে দেয় সেটাও আপনাদের দার্শনিক অভিজিৎ রায়ও আপনাকে বলেছে। আচ্ছা বলুন তো সেতারা হাসেমের উপর আপনাদের রাগ কেন? আপনাদের দর্শনটা কি? এ ভিত্তিটা কোথায় - আপনারা আসলে কোনটাকে বেশী ঘৃনা করেন - ধর্মী দর্শন না মার্কসীয় দর্শনকে সেটা মাঝে মধ্যে বুঝা কঠিন মনে হয়। তাহলে আপনাদের দর্শনটাকি সেটা যা ইসরায়েল বা আমেরিকা অনুসরন করছে - যা জেনিন ক্যাম্প আর আবু গারিবের জন্ম দেয়? যা একদল অস্ত্র আর তেল ব্যবসায়ীদের স্বার্থে একটা ৫০০০ বৎসরে সভ্যতাকে ধ্বংশ স্তুপে রুপান্তনিত করতে মিথ্যার বেসাতি করেও সামান্য দুঃখিত হয় না?

সবাই ভাল থাকুন ।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো